

আমার কবিতার খাতা

নীতি দাস

১৭ ডিসেম্বর ২০১৬

ভূমিকা

লেখিকা পরিচিতি



আলোয়া

দৃষ্টি হয়ে থাকি আঁখির 'পরে
হাজার অশ্রুতেও কঁড়ু পরিনা ঝরে
হৃদয় মাঝের গোপন কথা
না বলা মুখের মৌন কথা
যা কঁড়ু যায়না শোনা
যায় শুধু কল্পনায় বোনা
হারায় যে, সে আর পায়না খুঁজে
দেখা দিই তারে স্বপন মাঝে
দেখা দিই সবে দিই না ধরা
ধরার মাঝে থাকি সদাই অধরা
যারে কঁড়ু যায় না চেনা, যায়না ছোঁয়া
দেখে যারে দলে পাগল হিয়া
হলেম আমি সেই আলোয়া।।

সূচিপত্র

গোধূলি বেলা

বলেছিলে আসবে।
সারাটা বিকাল বসেছিলাম তোমার অপেক্ষায়
জানালার পাশে ওই ধুলো ওড়া রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে
এক এক সবাই চলেছে
এত ভীড়ের মাঝেও খুঁজেছিলাম তোমায়,
ধুলো ওড়ছিল ধোঁয়াশায় ঢেকে যাচ্ছিল আশাগুলো
পশ্চিমের কোলে লজ্জায় রাঙা সূর্যটাও চলে পড়ল
বাসায় ফিরল পাখিরা।।
হঠাৎ দেখি দুচোখ জলে ভরে এলো কান্নায়
ভেবেছিলাম প্রত্যেক বারের মত বুকে এসে জড়িয়ে নেবে
কিন্তু তুমি এলেনা,
রাতের গাঢ় আঁধারে হারিয়ে গেল স্বপ্নটা।।

আজ আরও এক গোধূলি বেলা।
মনের কোনো এক কোণে আজ বাজছে তোমার গান,
সুরটা বোধ হয় মিশে যাচ্ছে সানাই এর সুরে
ভাষাটা কিন্তু আজও ভুলিনি, ভুলিনি সে চোখের জলের আবেদন
লাল বেনারসীতে সাজিয়েছি নিজেকে
আজও আছি পথের দিকে চেয়ে
যদি তুমি আসো...

শুভদৃষ্টি হলো, তাকাতো পারিনি সে চোখে
পুরুত মশাই মন্ত্র বলতে আরম্ভ করলো
কানে আসছিল সেই বিদায় বেলার কথা—
“ফিরে আসব”
সবই কি ছিল মিথ্যে প্রহসন।।
রাঙা সিঁদুরে ভরিয়ে দিল সিঁথেটা
চোখ দুটো আবার কান্নায় ভিজ়েছিল কি?
ভিজ়েছিল বোধহয়,

এক অজানা কক্ষে ভিতরটা আজ ছারখার
জানি আর তুমি আসবেনা
আর দেখবনা স্বপ্নটা।।

যন্ত্রণা

তুমি তো জাননা, আমি জানি
কত যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা বুকে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকি।
বুকের ভিতর জ্বলতে থাকা এক আগ্নেয়গিরির
খবর তো তুমি জাননা,
টগবগ করে ফুটতে থাকা তার রক্তাক্ত লাভার
গভীরতা তো তুমি জাননা।
আমি জানি, ধিক ধিক করে জ্বলা
সে আগুন বুকে চেপে দিন থেকে মাস,
সদর্পে, মগেরিবে বলি
এই তো সুখ ছুঁয়েছে আমার অধর
এই তো তার মাদকতায়
নিভেছে সেই অগ্নির লেলিহান শিখা
কত বড়, কতো হাহাকার বুকে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকি
বুকের ভিতর বাজতে থাকা এক দামামার খবর তুমি জাননা
কেমন তার আঘাতে কেঁদে ওঠে স্বপ্নের জীতট
গুপ্তধনের আশায় সেই ধ্বংসস্তূপ আগলে রাখি
তুমি তো জাননা, আমি জানি
কত না পাওয়া, না থাকা বুকে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকি।

তুমি আসবে বলেই

আমি ছোঁবনা বাইরের ওই কোলাহল
ওই কোলাহল কখনো ছোঁবেনা আমাকে
আমি দেখবনা ওই জমে থাকা জীড়
ওই জীড় দেখবেনা আমাকে
তবু বসে আছি জানালার পর্দাটা টেনে
কত সঙ্কল্প যোজন পথ পেরিয়ে আসবে সে
বলবে “ভয় কি? মিশে যাও আমার রক্তে রক্তে
চল পা রাখি ওই রাস্তাটায়”
লুকাব নিজেকে তার আড়ালে
বেরিয়ে পড়ব নতুন এক পৃথিবীর খোঁজে
মানুষের মত দেখতে এই প্রাণীগুলোর ভীড় ছাড়িয়ে
যাব সেই আনন্দ উদ্যানে, পাব মুক্তির আশ্বাদ
বুকের ভিতর কোকিয়ে ওঠা সত্ত্বাটা আবার হাসবে
মন পাখিটা আবার পাখা মেলাবে
ওই দিগন্ত ছোঁয়া অসীম নভোনীলে
আবার একটু নিশ্বাস নেবে
আজও বসে আছি জানালার পর্দাটা টেনে।।

ও শ্যাম

ও শ্যাম, লাজ রাখি? না তোমায় রাখি?
বরং আমার সকল দিয়ে তোমায় রাখি
ও শ্যাম, লাজ রাখি? না তোমায় রাখি?

তবে ওরা যে বলে কলঙ্কিনী?
বয়েই গেছে, আমিতো শুধু তোমায় চিনি
তোমায় জানি, তোমায় মানি
হইনা তবে কলঙ্কিনী।

অহংকারী না কি অভিমানী?
যা বলে ছাই বলুক ওরা
আমি তোমার গর্বেই গরবিনী
রাগ জমাবো? নাকি গান শোনাব?
তার চেয়ে শ্যাম তোমার হব!

চুল বাঁধব মালতী ফুল খোঁপায় পরি
শাড়ি হবে বালুচরী আর গলায় হার সাতনরী
নষ্ট বলে বলুক লোকে
আমিতো তখন রাইকিশোরী!

কলঙ্ক না আদর মাখি?
ও শ্যাম, আমি বরং তোমায় রাখি।।

--৫/১১/১৫

যদি কথা দাও

যদি কথা দাও বিচ্ছেদের তিরে বিধবেনা
তবে হতে রাজী আছি কানায় কানায় উপচে পরা এক নদী
তোমার বুকের অতলে প্রতি স্পন্দনে বইব চঞ্চল গতি
ভেজাবো তোমায় মর্মে মর্মে অনন্ত কাল নিরবধি।।

যদি কথা দাও তুমি ভিজবে আমাতে
তবে আমার যত দীনতা হীনতা এখনই কাটিয়ে উঠি
শিরাতে ধমনীতে, দিবাতে নিশিতে ছড়াই তোমার উপস্থিতি
আমার সকল বারতা ফুটুক হয়ে বর্ষার নিপবীথি।।

যদি বল চৈত্রের শেষ বিকেলে সূর্যের সাথে চলবেনা
তবে কুসুমের কাননে বসন্তের সুর হয়ে বাজি
কৃষ্ণচূড়ার আবির মেখে, বৈশাখী মেঘের কাজল মোহময়ী রূপে সাজি।।

যদি বল হারাবেনা ওই জমে ওঠা ভীড়ে
তবে আরও একবার ফিরে যাই ওই শৈশবে
কুড়িয়ে নিই একমুঠো সরলতা, খুঁজে আনি নিষ্পাদ সেই হাসি
সব বাঁধন ছাড়িয়ে হই সেই স্রোতস্বিনী বানভাসী।

যদি দাও কথা জ্বালাবেনা ওই প্রোধানলের চিতায়
তবে আর একটু নিঃশ্বাস চুরি করে
তোমাতে নিজেকে উজার করে আর একটুখানি বাঁচি।।

--৯/৫/২০১৬

চলে এসো

যখন তারার আলো লজ্জায় মুখ ঢাকবে
চলে এসো সেই মন খারাপের রাতে
সেই ভীষণ কঠিন বজ্রসম আঘাত
সেই ভীষণ ঝড়ের গভীর কালো রাত
আমার ভাঙ্গা ঘরে প্রদীপখানি ছেলে
ছিন্ন আঁচল আড়াল করে থাকবে বসে
দুয়ার খানি রাখবে খুলে সেই উত্তাল বরষাতে
চলে এসো সেই মন খারাপের রাতে।

যখন তুমি নিঃশ্ব আবার, রিক্ত আবার
জীবন নদী স্রোত হারিয়ে শুষ্ক আবার
বৃষ্টি হয়ে নামবে আমি তোমার পরে
মেঘ মল্লার বাঁধবে তোমার ছিন্ন বীণার তারে
থাকবে বসে আঁচল খানি পেতে
চলে এসো সেই মন খারাপের রাতে।

দুঃখ যখন ছোঁবে তোমায়
যখন আশার আলো অন্ধকারে মুখ লুকায়
বুকে তোমার লুকিয়ে নিয়ে থাকবে পাহারাতে
এস আমার দ্বারে, সেই মন খারাপের রাতে।।

মৃত্যুছায়া

রোজ রাতে হাতছানি দেয় মৃত্যুর ওই করাল গ্রাস
আঁতকে উঠি নিঃশ্ব হয়ে যামে ভেজা অন্তর্বাস
হাত বাড়াই ছোঁব বলে তোর ভালবাসার উষ্ণতা
নিরুত্তাপ তোর স্বাসপ্রশ্বাস জানায় আমার প্রেমের বর্জ্যতা
রাজনীতি খাবা বসায় হতপিণ্ডের কোণায় কোণায়
ধুকপুকুনি চায় বন্ধ হতে, প্রতিশ্রুতি মিথ্য শোনায়ে

অন্ধকার ছোবল মারে বিষিয়ে দেয় অন্তরীর
শকুনগুলো ছিঁড়ে খায় স্বপ্নের ওই নীল শরীর।

স্বপ্নময়

তোমার পাঁচমিশলি রঙে চোখ ধাঁধিয়ে গেল
এক ঝটিকায় বিশ্বস্ত আমার স্বপ্নলোক
স্বপ্নময়, কোথায় তুমি? কোনটা তোমার রঙ?
প্রথমবার বললে তুমি “রাখ তোমার ওসব ছণ্ড”॥

স্বপ্নময়, তুমিই কি সে?
যার তীব্র প্রেমের আগুন একদা জ্বালিয়েছিল আমাকে?
বল, তুমিই কি সে?

অভিনয়

বুকের মাঝে থেকে থাকা একটা দীর্ঘশ্বাস
তোমার আমার মাঝে অযাচিত এক রাজনীতি
আঘাতের পর আঘাত ভেসে পড়া পাঁজরের কত হাড়
আর মনের কোণে জমে থাকা একরাশ হতাশা
চোখের কোণে এসে থেমে থাকা কান্না
হাসির আড়ালে লুকানো যন্ত্রণা
আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

মুখরতার রসে মাখা মৌনতা
ছিন্ন বস্ত্র জড়িয়ে লাজ ঢাকার বৃথা প্রয়াস
পবিত্র প্রেমের কণ্ঠ আজ অভিনয়ে রুদ্ধ
এ যেন কি এক অদ্ভুত পরিহাস।
ঘর বাঁচাতে ঘরের ভিতর লুকোচুরির খেলা,
খেলতে খেলতে হারিয়ে যাওয়া খুঁজে নেওয়ার আশায়।।

-২৫.৩.২০১৬

ভালবাসার উপহার

ভালবাসা উপহার দিল সুখ
ভালবাসা উপহার দিল তোমার আমার
সৃষ্টি করা এক নতুন ইতিহাস
জোরার লাগে আবার শান্ত দেহে
কানায় কানায় উপচে পড়া
উত্তাল সেই ছেউ
সে সাগরে সাঁতরে বেড়াও
উষ্ণ বুকের উত্থাল পাখাল
বৃত্তজোড়া আঁকড়ে ধরে
সুখ সাগরে মিষ্টি নেশায়
হাতের বেড়াও
আঁচড় কামড় আঁকড়ে ধরা
স্বর্গীয় সেই রসের ধারা
স্তন্যযুগল আদরে মেখে রক্তজবা
আবেশ আবেশ গন্ধে মাখা
ক্লান্ত রাতের আদুল ভিজে দেহ
টুকরো টুকরো বিছিয়ে দিয়ে
বক্ষ মাঝে যুগল শয়ন।

নাইবা দিলে মনে ঠাঁই
নাইবা দিলে ভালবাসা
তবু মনে রাখতে চাই
নিরাশাতেও একটু আশা
যদি তুমি নাইবা এলে
এ শূন্য দ্বারে ওগো প্রিয়
আশীষ না হয় নাইবা দিলে
অভিশাপেই, মন ভরিয়ে
আমার যদি নাইবা হলে
অন্য কারোর হয়েই থেকে
জড়িয়ে বুকে নাইবা নিলে
চরণ তলেই ফেলে রেখো
স্বপ্ন যদি নাইবা দিলে
আঁখিপাতে শ্রাবণ দিও
মোর অশ্রুদীর অশ্রুজলে
শুধু একটি বার গা ভাসিয়ে
নেই গো আমার দেওয়ার কিছু
নেই গো কিছু পাওয়ার
দিও শুধু একটু সময়
তোমার পানে চাওয়ার
ধন্য হবে জীবন আমার
ধন্য হবে মরণ
সুখে না হয় নাইবা নিলে
যদি দুঃখেও কর স্মরণ॥

নারী

“মা তুমি রাঁধতে পার?”

“পঞ্চবৎসর, নবরত্ন, বিরিয়ানি শুভ পোলাও?”

“আল্পনাটা দিতে পারো?”

পারলে তুমি লক্ষী মেয়ে, আর না পারলে?

‘কুলক্ষণী’, ‘অকলক্ষণী’-র তকমা জোটে।।

পারবনা ওই ঘুণধরা মাপকাঠিতে নিজেকে মাপতে।

ওই ছকে বাঁধা ঘোমটা দেওয়া জীবন আগলে বাঁচতে।

তারচেয়ে যদি হই দুর্ধর্ষ কোনো আকাশচারী?

তন্ত মরুপথের নির্ভয় কোনো ছোড়সওয়ারী?

ক্ষতি হবে? যদি এক ডুবেতে কুড়িয়ে আনি মুক্ত-বিনুক,

যদি হই সন্তসিদ্ধ জয়ী কোনো এক সাঁতারু?

“বাঃ! মা তুমি তো বেশ সাহসী!”

--করবেন তবে কুলবধু?

যদি বলি পারবনা স্বামীর জন্য পাশাখেলার পণ্য হতে

পারবনা অগ্নি পরীক্ষায় সতীত্বের প্রমাণ দিতে

পারবনা নৃত্য গীতে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফেরাতে

কোথায় সেই প্রসংসা তো আর শুনিনা?

কোথায় সেই গদগদ হাসি আর দেখিনা।

“যা দেবী সর্ব ভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা”

আরও একবার অনুরণিত হোক এই মাতৃবন্দনা

শঙ্খধ্বনি, কাঁসর, যন্ত্রায় আবির্ভূত হও দেবী চন্ডিকা

নিষ্প্রাণ কোনো মূর্তিতে না, সশরীরে এস নেমে

খড়গ, ত্রিশূল, বজ্র হাতে আন সেই বিদ্রব।।

বাঁচতে শেখাও লতিয়ে চলা এই প্রাণীটিকে।

নারী, তুমিই তোমার সহায়, তুমিই তোমার অবলম্বন।।

অদেহাটী আজ শেষ হল
হঠাত দেখি এক ঘোড়ো হওয়া এসে ছুয়ে গেল আমায়,
কোমরের অববাহিকা বেয়ে সে উঠে এলো,
মিশে গেল রক্তে রক্তে।
তাকে অনুভব করলাম স্বপ্নে, ভালবাসায়, উদাসীনতায়,
নির্লঙ্ঘের মত নিজেকে উজার করে দিলাম তার কাছে
অগাধ বিশ্বাসে।
সে এক পাগল হওয়া, সে আজও অধরা,
বাহ্যমূলে জড়িয়ে চুষনে, বন্ধনে বাঁধলো আমায়
সে ঠোঁটের ছোঁয়া এখনো উষ্ণ, এখনো জীবন্ত।
হঠাত দেখি এলো চুলে তার লুকোচুরি
যত্ন করে লুকিয়ে রাখা তিলটাতে তার দুফুটি
সে এক বাঁধন হারা মাতাল হওয়া।
সে ভাসিয়ে নিয়ে চললো আমায়
সে আমার বড়ই আপন, বড়ই কাছের উদাস হওয়া॥

অভিমান

ফিরিয়ে নাও কবি এ গান,
চাইনা অত প্রসংসা মাধুরী;
শরীর জুড়ে চাইনা শুধু মন
থাকুক কিছুটা হাড় মাংস ও
আর কিছুটা অবহেলা প্রত্যাখান।
দুর্ভাগ্যের পায়ে চুমু খেয়ে যেন বলতে পারি
“এই তো জীবন”।
যে ছিল অধরা সে অধরাই থেকে যাক
মনের চোরাগলিতে কালার মশাল ছেলে
খুজতে চাইনা তাকে।
রোদ্দুর যদি গা জ্বালিয়ে দেয়,
যদি কখনো চাঁদের শীতল আলোর জন্য মনটা কেঁদে ওঠে
ছুটে যাবনা সেই স্নিগ্ধ ছাওয়ায় প্রাণ জুড়াতে,
তার চেয়ে ঘরের কনে জ্বালিয়ে নেব এক প্রদীপ।
এত দ্বিধা-সংকোচে যদি সে চায় হতে পলাতক
আটকাতে চাই না তাকে, বরং তার খামখেয়ালীর রঙে
তুলি ভিজিয়ে ঠোঁটে আঁকব হাসির রেখা।
চোখের তলায় কালি, উসকখুসকো অবিনশ্ত চুল,
আলুথালু বেশ আর ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে
আর দাঁড়াবনা তার সিংহদুয়ারে দরজা খোলার আশায়।
যা কিছু আমার অশুভ, সবটা কুড়িয়ে নিলাম।
পরিচিত শেয়াল, কুকুর, শকুনদের ভীড়ে হলাম নিরুদ্দেশ।।

হংসমিথুন

লাল পাহাড়ীর মেঠো পথে মোহনীয়া বন্ধুরে
বাজাও তোমার মোহন বাঁশি পূর্ণিমা সন্দেশে।
শালদিয়ালের স্নিগ্ধ ছাওয়ায়
বিমধরানো মাতাল হাওয়ায়
আমরা হব হংসমিথুন॥

ময়ুরাঙ্কীর বালুচরে, দেহযুগল বিছিয়ে দিয়ে
মুগ্ধ হয়ে শুনব বাঁশি।
সে সুর আমার অঙ্গে লেগে মন বীণাটা উঠবে বেজে
এনোমেনো ছন্দেতে,
চাঁদের আলোয় গা ভিজিয়ে
তোমার আলতো ছোয়ার আদর মেখে
নতুন রূপে উঠব জেগে
একরাতেতেই কাটিয়ে দিয়ে একশোটা জীবন॥

বৃষ্টি

বৃষ্টি তুই শপথ নিলি বম্বামিয়ে নামার
বৃষ্টি তুই জানিস তুই আমার, শুধুই আমার।
বৃষ্টি তুই অঝর ধারায়
তাই বুঝি বা মনটা হারায়
তপ্ত হৃদয় জড়িয়ে ছালা
গাঁথবে আবার গানের মালা।
সঙ্গে নেব বৃষ্টি তোকে
আমার প্রাণের দোসর সুখে দুখে,
মন চাষীরা ক্লান্ত যখন
মেঘের ডেলায় ভাসবি তখন
ঝিরঝিরিয়ে নামবি আবার
ভিজিয়ে দিয়ে মনের থামার।
আবার তাতে বীজ বুনবো
ভালবাসার গান বাঁধবো
মেঘলা জীবন মাতবে নেশায়
মাতাল হব নতুন আশায়।
মনে পড়ে রাত দুপুরে?
বাঁধন গুলো ছিন্ন করে
বুকে এসে বাঁপিয়েচিলাম?
বৃষ্টি আমি তোকেই প্রথম ভালোবেসেছিলাম।।

হঠাত

হঠাত যেদিন তোমায় দেখি
এই হৃদয় মাঝে কোনো
অনুভূতির সঞ্চার হয়নি,
শুধুই ভালোনেগেছিল তোমায়।

হঠাত যখন তোমায় ভাবি
এই মনের মাঝে কোনো
আবেগের সঞ্চার হয়নি
শুধুই ভেবেছিলাম তোমায়।

হঠাত যখন তুমি কাছে এলে
দূর দূর বৃক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম
এই দুহাত তোমায় জড়িয়ে ধরেনি
শুধুই দূরোখ ভরে দেখেছিলাম তোমায়।

হঠাত যেদিন তুমি দূরে সরে গেলে
এই ঠুনকো হৃদয় ভেঙ্গে যায়নি
শুধুই কাঁদিয়েছিলে তুমি আমায়।

হঠাত করে যখন হাতটা ধরলে এসে
চলতে শুরু করেছিলাম অজানার খোঁজে
কোনো ঠিকানা দরকার হয়নি
শুধুই বিশ্বাস করেছিলাম তোমায়।।

--১৮/১১/২০১৫

মনে পড়ে ?

স্বপ্নময়, মনে পড়ে সেই বনলতাকে ?
সবুজের কোলে এলোকেশী, পাগলিনী।
ফিরিছিল আপন খেয়ালে,
হঠাত তার পথ আগলে দাঁড়ালে পথিকসম
দিব্যকান্তি, দীপ্ত দুই চোখ ঝলসে দিল তাকে
কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা করে আঁকড়ে ধরেছিল তোমায়
শেঁকনদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে
যাকে দিয়েছিলে নারীত্বের সম্মান
সেই বনলতা।

বল মনে পড়ে ?
অবুঝ দুপুর, ক্লান্ত মন
অশেষ আকাশ, অসীম স্বপন
তার পর্ণ কুঠির ঘিরে আজও তোমার উপস্থিতি
কত আলো-আঁধারি, কত ঝড় ঝন্ঝা
কত শত কাঁটা-ঝাড় পেরিয়ে
আজ সে অনেক দূরে ইতিহাস হওয়ার অপেক্ষায়
হয়ত স্মৃতির পাতায় কোনো এক মন খারাপের রাতে
সে আবার ভেসে উঠবে
ঝাপসা চোখে পেতে চাইবে তার ছোঁয়া।
আকাশের কোলে এক কোণে তাকিয়ে দেখো
মিটি মিটি হাসছে তোমার সেই বনলতা।।

সমাপ্ত